প্রায় ৩৫ বছররে পুরাতন বয়ান

কবরের ভয়াবহতা

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖن ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কবরের ভয়াবহতা(১)

খলিফায়ে আত্তারের দোয়া: হে রব্বে মোস্তফা, যে ব্যক্তি ১৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"কবরের ভয়াবহতা"** পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে তাকে এবং তার সন্তানদেরকে **তোমার প্রিয় এবং সর্বশেষ নবী** ﷺ এর আওলাদ ও সাহাবীদের প্রকৃত ভালোবাসা ও বিনা হিসেবে ক্ষমা দানে ধন্য কর।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

একদা কোন এক ভিক্ষুক কাফেরদের নিকট কিছু চাইলে তারা তাকে উপহাস স্বরূপ আমীরুল মু'মিনীন হযরত মাওলায়ে কায়েনাত আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর নিকট পাঠিয়ে দিলো, যিনি তাদের সামনেই উপস্থিত ছিলেন। সে

---

১. আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর শুরুতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর হওয়া বিভিন্ন অডিও বয়ানকে লিখিত আকারে **"ফয়যানে বয়ানাতে আত্তারীয়া"** নামে আল মদীনাতুল ইলমিয়া (ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার) এর বিভাগে **"বয়ানাতে আমীরে আহলে সুন্নাত"** এর পক্ষ থেকে সংজোযন ও বিয়োজন সহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সেই বয়ান গুলোর মধ্য থেকে এখন **"সাপ্তাহিক পুস্তিকা বিভাগ"** ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ সালে গুলযারে হাবীব মসজিদে (সোলজার বাজার করাচী, পাকিস্তান) হওয়া একটি বয়ান **"কবরের ভয়াবহতা"** কে আলাদা পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে।

উপস্থিত হয়ে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করলো, মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে তার হাতের তালুতে দম করে দিলেন এবং বললেন "মুষ্টি বন্ধ করে নাও এবং যারা তোমাকে পাঠিয়েছে তাদের সামনে গিয়ে খুলো। (কাফেরেরা হাসছিলো যে, শুধু ফুঁক দেয়াতে আর কী হবে!) কিন্তু ভিক্ষুক যখন তাদের সামনে গিয়ে মুষ্টি খুললো, তখন তা স্বর্ণ মুদ্রায় পরিপূর্ণ ছিল। এই কারামত দেখে কয়েকজন কাফের মুসলমান হয়ে গেলো। **(রাহাতুল কুলুব, ৭২ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের জীবন নামের গাড়িটি খুবই দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে, আপনি যদি কল্পনার বারান্দা দিয়ে উঁকি দিয়ে নিজের অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তাহলে কল্পনাতেই আপনি আপনার শৈশবে পৌঁছে যাবেন এবং ভাববেন যে, যখন আমরা ছোট ছিলাম, তখন এভাবে খেলতাম এবং এভাবে দুষ্টুমি করতাম। একটু ভাবুন তো, এমনটি কি মনে হয় না যে, আমাদের জীবন বরফ গলে যাওয়ার চেয়েও দ্রুত গতিতে ফুরিয়ে যাচ্ছে। আসলেই আমরা যখন আমাদের অতীতের ব্যাপারে ভাবী, তখন আমাদের হৃদয় ডুবে যেতে থাকে যে, আমাদের বয়স এত হয়ে গেছে এবং

অতিশীঘ্রই আমাদের অবশিষ্ট দিনগুলোও ফুরিয়ে যাবে। অতঃপর যেমনিভাবে আমরা আমাদের দাদাজান এবং পিতাকে কবরস্থানে রেখে এসেছিলাম, তেমনিভাবে একদিন এমনও আসবে যে, আমাদের সন্তান, আমাদের ভাই বা আত্বীয় স্বজন বা প্রিয় মানুষরাও আমাদের কবরস্থানে রেখে আসবে, অতঃপর আমরা সেখান থেকে কিয়ামত পর্যন্ত বের হতে পারবো না। মনে রাখবেন, কবরে শুধুমাত্র নেক আমলই কাজে আসবে, অথচ সমস্ত সম্পদ যা আমরা আমাদের জীবনে দিনরাত পরিশ্রম করে সঞ্চয় করেছি, সবই এখানেই পড়ে থাকবে এবং আমাদের উত্তরাধিকারীরা তা ভাগ করে খেয়ে ফেলবে, তাই বুদ্ধিমানের কাজ হলো, আমরা আমাদের সর্ম্পূণ মনোযোগ সম্পদ সঞ্চয়ের দিকে দেয়ার পরিবর্তে নিজের কবর ও আখেরাতের প্রস্তুতির দিকে দেয়া। এমন যেন না হয় যে, আমরা আখেরাতের চিন্তা-ভাবনা থেকে উদাসীন হয়ে আমাদরে সারাটা জীবন পার্থিব ধন-সম্পদ সঞ্চয়ের জন্য অতিবাহিত করে দিলাম অতঃপর দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পর আমাদেরকে কবরের ভয়াবহতার সম্মুখীন হতে হলো! দেখুন, কবরের ভয়াবহতা খুবই কঠোর, সুতরাং এ প্রসঙ্গে হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শেষকালীন একটি অত্যন্ত হৃদয় বিদারক ও ভীতিকর ঘটনা উপস্থাপন করছি, তা কেবল নামে

মাত্র নয় বরং অন্তরের হৃদয়ের কান দিয়ে শুনুন এবং কবরের ভয়াবহতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার ব্যবস্থা করুন। যেমনিভাবে,

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি জানাযার সঙ্গে গেলেন, তখন লোকেরা সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে গেল কিন্তু তিনি পেছনেই রয়ে গেলেন। লোকেরা জানাযা রেখে তাঁর অপেক্ষা করতে লাগলো। যখন তিনি পৌঁছলেন তখন কেউ বললো: হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি তো মৃত ব্যক্তির অভিভাবক। আপনি জানাযা ও আমাদেরকে ফেলে কোথায় রয়ে গিয়েছিলেন? বললেন: হ্যাঁ! সবেমাত্র একটি কবর আমাকে চিৎকার করে বললো: হে ওমর বিন আব্দুল আযীয! আমি আমার ভেতর আগমনকারীদের সাথে কীরূপ আচরণ করি সে ব্যাপারে আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছো না? আমি তাকে বললাম: আমাকে অবশ্যই বলো। সে বলতে লাগলো: আমি তার কাফন ছিড়ে তার শরীরকে খন্ড-বিখন্ড করে দিই, তার রক্ত চুষে মাংসগুলো খেয়ে থাকি। তুমি কি আমাকে জিজ্ঞেস করবে না যে, আমি তার জোড়ার সাথে কিরূপ আচরণ করি? আমি বললাম অবশ্যই বলো। বলতে লাগলো: আমি উভয় হাতকে কব্জি থেকে কব্জিকে, বাহু থেকে বাহুকে, গর্দান থেকে নিতম্বকে উরু থেকে, উরুদ্বয়কে পা থেকে

পৃথক করে দিই। এতটুকু বলার পর হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: "শুনো! এই দুনিয়ার বয়স খুবই স্বল্প। যে গুনাহগার এই দুনিয়ায় সম্মানিত তারা আখিরাতে খুবই লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে। যারা সম্পদশালী, তারা আখিরাতে দরিদ্র হবে। এখানকার যুবকরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং জীবিতরা মারা যাবে। তাই তোমার দিকে দুনিয়ার অগ্রসর হওয়া তোমাকে যেন প্রতারিত না করে, কেননা তুমি জানো যে, এটি অতি শীঘ্রই বিদায় গ্রহণকারী। যারা প্রতারণার শিকার হয়েছে তারাই প্রতারিত হয়েছে, কোথায় গেল এই দুনিয়ার বাসিন্দারা? যারা শহর আবাদ করেছে, নদী খনন করেছে, বৃক্ষরোপণ করেছে, কিন্তু এতে খুবই স্বল্প সময় অবস্থান করতে পেরেছে। তাদেরকে সুস্থ সবল দেহ প্রতারণায় ফেলে দিয়েছে, অলসতা তাদেরকে অহংকারী করে তুলেছে, ফলে তারা গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। **আল্লাহ** পাকের শপথ! সেই সম্পদের কারণে তাদের প্রতি আফসোস করা হয়, যা তারা অত্যন্ত কৃপণতা করে অর্জন করেছিল এবং সেগুলোর সঞ্চয় করার কারণে তাদেরকে হিংসা করা হতো। একটু ভাবো, মাটি ও বালি তাদের দেহের সাথে কী করেছে? কবরের পোকামাকড় তাদের হাড়গুলো এবং জোড়াগুলোর কী অবস্থা করেছে? তারা দুনিয়াতে সুখ শান্তিতে থাকতো, নরম ও মোলায়েম বিছানায়

ঘুমাতো, চাকর বাকর তাদের সেবা করতো, পরিবারের লোকেরা তাদের সম্মান করতো এবং প্রতিবেশীরা তাদের সমর্থন করতো, যদি তোমরা তাদের আহ্বান করতে পারো তবে অতিক্রম করার সময় অবশ্যই আহ্বান করো, আর যদি ডাকতে পারো তাহলে অবশ্যই ডেকে নিও। তাদের মৃতদের সৈন্যদের পাশ দিয়ে যদি তোমরা অতিক্রম করো তাহলে তারা যে ঘরে আরাম আয়েশের সাথে বসবাস করতো সেগুলোর আশপাশের অবস্থাও দেখো। তাদের সম্পদশালীদেরকে জিজ্ঞেস করো: তোমাদের কাছে কতটুকু পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট রয়েছে? তাদের দরিদ্রদেরকে জিজ্ঞেস করো: তোমাদের দরিদ্রতা কতটুকু অবশিষ্ট রয়েছে? তাদেরকে তাদের জিহ্বা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো যা দ্বারা তারা কথাবার্তা বলতো , তাদের চক্ষুদ্বয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো যা দ্বারা কুদৃষ্টি দিত। তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যে, তাদের পাতলা চামড়া, সুন্দর চেহারা, কোমল ও নাজুক শরীরের সাথে পোকামাকড় কিরূপ আচরণ করেছে? কবরের পোকামাকড় তাদের গায়ের রং নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে, মাংস খেয়ে নিয়েছে, চেহারা ধুলোমলিন করে দিয়েছি, সৌন্দর্যতা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে, মেরুদন্ডের হাড় ভেঙ্গে শরীরকে খন্ড বিখন্ড করে দিয়েছে এবং জোড়াগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। তাদেরকে জিজ্ঞেস

করো তোমাদের তাবু এবং নারীরা কোথায় গেছে? সেবকরা কোথায় গেছে? গোলামরা কোথায় গেছে? সঞ্চয় ও ধনভান্ডার কোথায় গেছে? মহান **আল্লাহ**র শপথ! তারা কবরের জন্য কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করেনি, কোন সাহারাও তৈরি করেনি, নেকির চারা রোপণ করেনি, কবরে শান্তির জন্য কিছু পাঠায়নি। তারা কি এখন নির্জন ও শুন্যভূমিতে শুয়ে নেই? তাদের জন্য কি দিন রাত সমান নয়? তারা কি এখন অন্ধকারে নেই? হ্যাঁ! এখন তাদের এবং তাদের আমলের মধ্যে একটি প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে এবং তারা তাদের প্রিয়জনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কত স্বচ্ছল নর-নারীদের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, তাদের মুখমন্ডল পঁচে গলে গেছে, তাদের দেহ তাদের ঘাড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তাদের জোড়া বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তাদের চক্ষুদ্বয় গাল বেয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে, তাদের মুখ রক্ত ও পুঁজে ভরে গেছে, তাদের শরীরে কীটপতঙ্গ ঘুরাফেরা করেছে, তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, **আল্লাহ**র শপথ! অল্প কিছুদিনেই তাদের হাড়গুলো পঁচে গেছে, বাগান উজাড় হয়ে গেছে, প্রশস্ততার পর তারা সংকীর্ণতায় গিয়ে পড়েছে, তাদের বিধবা স্ত্রীগণ দ্বিতীয় বিয়ে করে নিয়েছে, সন্তানরা রাস্তায় রাস্তায় এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করেছে, আত্মীয়স্বজনরা তাদের ঘরবাড়ি ও উত্তরাধিকার সম্পত্তি বন্টন

করে নিয়েছে। **আল্লাহ**র শপথ! তাদের মধ্যে কিছু সৌভাগ্যবান তারাই, যাদের কবর প্রশস্ত, আলোকিত ও সতেজ রয়েছে এবং তারা কবরে স্বাচ্ছন্দে রয়েছে। হে আগামীকাল কবরবাসী হওয়া ব্যক্তি! দুনিয়ার কোন বস্তু তোমাকে ধোঁকায় রেখেছে? তুমি কি মনে করছো যে, চিরজীবন বেঁচে থাকবে বা এই দুনিয়া তোমার জন্য অবশিষ্ট থাকবে? কোথায় তোমার বিশাল বাড়ি এবং খননকৃত নদী? কোথায় গেল তোমার পাকা ফল? কোথায় গেল তোমার মসৃণ কাপড়, সুগন্ধি ও ধূপ? তোমার গ্রীষ্ম এবং শীতের পোশাকের কি হলো? তুমি কি মৃত ব্যক্তিকে দেখোনি যে, যখন মৃত্যু তার কাছে আসে, তখন সে নিজের থেকে আতংক দূর করতে পারে না, ঘামে ভিজে যায়, তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়ে এবং মৃত্যুর তীব্রতা ও যন্ত্রণায় তার পাশ পরিবর্তন করে। **আল্লাহ**র দরবার থেকে নির্দেশ এসে গেছে, ভাগ্যের অটল সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে এবং সেই আদেশ এসে গেছে যার হাত থেকে তুমি রেহাই পাবে না।

(অতঃপর নিজেকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন) আফসোস, শত আফসোস, হে পিতা, ভাই ও ছেলের চোখ বন্ধ করে তাদেরকে গোসল প্রদানকারীরা! হে মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরিধানকারী ও বহনকারী ব্যক্তিরা! হে কবরে একাকী রেখে

প্রত্যাবর্তনকারী ব্যক্তিরা! হায়! তুমি যদি জানতে যে, তুমি অমসৃণ জমিতে কি অবস্থায় থাকবে? হায়! তুমি যদি জানতে যে, তোমার কোন গাল প্রথমে পঁচবে? হে ধ্বংসাত্মক গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিরা! অচিরেই তুমি মৃতদের সাথে বসবাস করবে। হায়! তুমি যদি জানতে যে, পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার সময় মৃত্যুর ফেরেশতা তোমার সাথে কোন অবস্থায় মিলিত হবে? এবং আমার প্রতিপালকের কোন বার্তা নিয়ে আসবে? তারপর তিনি আরবীতে পংক্তি পাঠ করেন, যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

(১) তুমি নশ্বর বস্তুতে আনন্দিত এবং চিত্তবিনোদনে এমনভাবে নিমগ্ন হয়ে পড়েছো, যেমনভাবে একজন ঘুমন্ত ব্যক্তিকে স্বপ্নের স্বাদ প্রতারিত করে। (২) হে প্রতারনায় লিপ্ত ব্যক্তি, তোমার দিন বিচ্যুতি ও অবহেলায় কাটে আর তোমার রাত কাটে নিদ্রায়, সুতরাং তোমার ধ্বংস অনিবার্য। (৩) তুমি সেই জিনিসে মগ্ন হয়ে আছো, যা নিঃশেষ হওয়াকে তুমি অপছন্দ করো। এমন জীবন তো পৃথিবীতে চতুষ্পদপশুরাও যাপন করে। এই পংক্তি পাঠের পর হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেখান থেকে চলে যান এবং এক সপ্তাহ পর ইন্তেকাল করেন। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৫ /২৯৫, সংখ্যা: ৭১৮০)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এই মর্মস্পর্শি ঘটনার প্রতিটি বাক্য আমাদের নাড়া দিয়ে জাগানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু আফসোস! শতকোটি আফসোস! হয়তো আমাদের কান এসব শোনা থেকে বধির হয়ে গেছে এবং আমাদের অন্তর এগুলো মেনে নিতে প্রস্তুত নয় কারণ সেটা তো অনেক কঠিন হয়ে গেছে এবং অন্ধকার সেটাকে আচ্ছাদিত করে নিয়েছে। সম্ভবত আমাদের অন্তর উপদেশ গ্রহণ করার জন্য এই কারণে প্রস্তুত নয় যে, গুনাহের কারণে তা সম্পূর্ণ রূপে কালো হয়ে গেছে। মনে রাখবেন! অন্তর যখন গুনাহের কারণে সম্পূর্ণরূপে কালো হয়ে যায়, তখন কোন উপদেশ গ্রহণ করে না।

অন্তরে কালো বিন্দু

হাদীসে পাকে রয়েছে: يُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيُنْقَبَضُ مِنْهُ "অর্থাৎ মানুষ যখন গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো বিন্দু পড়ে যায়, ثُمَّ يُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيُنْقَبَضُ مِنْهُ حَتَّى يُخْتَمَ عَلَيْهِ অর্থাৎ যখন সে দ্বিতীয়বার গুনাহ করে, তখন তার অন্তরে দ্বিতীয় কালো বিন্দু পড়ে, এমনকি একপর্যায়ে তার অন্তর কালো হয়ে যায়, فَيَسْمَعُ الْخَيْرَ فَلَا يَجِدُ لَهُ مُسَاغًا ফলে ভালো কথা তার অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে না। **(তাফসীর দুররে মনসুর, পারা:৩০, আল মুতাফফিফিন, ১৪নং আয়াতের পাদটিকা, ৮/৪৪৬)** এটাই হলো আমাদের অবস্থা, এখন উপদেশ আমাদের

উপর কার্যকর হয় না এবং আমরা উপদেশমূলক কথা গ্রহণ করতে পারি না অথচ আমরা বেশ কয়েকবার কবরের চিৎকার সম্পর্কে এই বর্ণনাটি শুনেছি,

কবর দৈনিক পাঁচবার আহ্বান করে

কবর প্রতিদিন পাঁচবার আহ্বান করে: হে লোকেরা! আজ তুমি আমার উপর অত্যন্ত আনন্দ উল্লাসে মত্ত আছো এবং দাম্ভিকতার সাথে বিচরণ করছো, কিন্তু মনে রেখো, অচিরেই তুমি আমার ভেতর প্রবেশ করবে। হে লোকেরা! আজ তুমি আমার উপর সুস্বাদু খাবার এবং উন্নতমানের খাবার খাচ্ছো, কিন্তু মনে রেখো, অচিরেই তোমাকে আমার ভিতর কীটপতঙ্গ ভক্ষণ করবে। হে লোকেরা! আজ তুমি উদাসীনতার স্বীকার হয়ে আমার উপর হাঁসি ঠাট্টা করছো, কিন্তু মনে রেখো, অচিরেই যখন তুমি মৃত্যুর শিকার হয়ে আমার ভিতরে আসবে, তখন তোমাকে কাঁদতে হবে। হে লোকেরা! আজ তুমি আমার উপর খুশী উদযাপন করছো, কিন্তু মনে রেখো, অচিরেই তুমি আমার ভিতরে এসে বিষাদগ্রস্ত হবে। হে লোকেরা! আজ তুমি আমার উপর নির্দ্বিধায় গুনাহ করছো, কিন্তু মনে রেখো, অচিরেই যখন তুমি আমার ভিতরে আসবে, তখন তুমি যা করেছিলে তার শাস্তি তোমাকে ভোগ করতে হবে।

(তাম্বিহুল গাফেলীন, ২৩ পৃষ্ঠা)

কবরে আগুন প্রজ্জলিত করা হলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কবরের ভয়াবহতার শিকার হওয়ার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। গীবত করা এবং প্রস্রাবের ছিটা থেকে বেঁচে না থাকার কারণেও বান্দা কবরের ভয়াবহতার শিকার হয়, সুতরাং হযরত আবু উমামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জান্নাতুল বাক্বী শরীফে এসে দুটি কবরের কাছে দাঁড়িয়ে ইরশাদ করলেনঃ তোমরা কি অমুক, অমুককে দাফন করে দিয়েছো? সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان বললেন: হ্যাঁ, **ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم। "**নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তাঁকে এইমাত্র কবরে বসিয়ে প্রহার করা হয়েছে। **তিনি** পূনরায় ইরশাদ করলেন: সেই সত্তার শপথ যার কুদরতের হাতে আমার প্রাণ, তাকে এত অধিক প্রহার করা হয়েছে যে, তাঁর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তার কবরে আগুন প্রজ্বলিত করা হয়েছে, ফলে সে এমন চিৎকার দিয়েছে যা জ্বীন ও মানুষ ব্যতীত সমস্ত প্রাণী শুনেছে এবং যদি তোমাদের হৃদয় কলুষিত না হতো এবং তোমরা অনর্থক কথা না বলতে তবে তোমরাও তা শুনতে যা আমি শুনি। সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আরজ করলেন: **ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাদের উভয়ের গুনাহ কি? **তিনি** বললেন: প্রথম ব্যক্তি প্রস্রাবের (ছিটা) থেকে নিজেকে রক্ষা

করতো না, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি মানুষের মাংস ভক্ষণ করতো অর্থাৎ গীবত করত। **(আল খাসায়িসুল কুবরা, ২/৮৯)**

মুসলমানেরা ভীত হয়ে যাও!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বর্ণনায় গীবতকারী এবং প্রস্রাব ছিটা থেকে বেঁচে না থাকা ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষনীয় অনেক মাদানী ফুল রয়েছে। যারা প্রস্রাব করে পবিত্রতা অর্জন না করে শরীর ও কাপড় ইত্যাদি অপবিত্র করে তাদেরও ভয় করা উচিত। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: প্রস্রাবের ছিটা থেকে বেঁচে থাকো, সাধারণত কবরের আযাব এর কারণেই হয়। **(দারে কুতনী, ১/১৮৪, হাদীস: ৪৫৩)**

প্রস্রাবের ছিটা থেকে বেঁচে না থাকা ব্যক্তির কবর থেকে চিৎকার!

দাওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৪১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"উয়ুনুল হিকায়াত"** এর দ্বিতীয় খন্ডের ১২৭ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: একবার সফরকালে আমি জাহেলিয়্যতের যুগের কবরস্থানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, হঠাৎ কবর থেকে একজন মৃত ব্যক্তি বেরিয়ে এলো, তার গলায় আগুনের শিকল বাঁধা ছিল, আমার সাথে একটি পানির পাত্র ছিল, সে

আমাকে দেখে বললো: হে আব্দুল্লাহ! আমাকে একটু পানি দাও! আমি মনে মনে বললাম, "সে আমাকে আমার নাম ধরে ডাকলো, হয়তো সে আমাকে চেনে নয়তো আরবের রীতি অনুযায়ী 'আব্দুল্লাহ' বলে ডেকেছে।" তারপর হঠাৎ সেই একই কবর থেকে আরেকজন বের হয়ে এসে আমাকে বললো, হে আব্দুল্লাহ! এই অবাধ্য ব্যক্তিকে পানি দিও না, সে কাফের।" দ্বিতীয় ব্যক্তিটি প্রথম ব্যক্তিকে টেনে হিঁচড়ে কবরের দিকে নিয়ে গেল। আমি সেই রাতটি এক বৃদ্ধার বাড়িতে কাটালাম, তার ঘরের পাশেই একটি কবর ছিল। আমি সেই কবর থেকে এই আওয়াজ শুনতে পেলাম: প্রস্রাব, প্রস্রাব কী? পানির পাত্র! পানির পাত্র কী?" উক্ত আওয়াজ সম্পর্কে সেই বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলতে লাগলো, এটি আমার স্বামীর কবর, সে দুটি ভুলের আযাব ভোগ করছে। প্রস্রাব করার সময় সে প্রস্রাবের ছিটা থেকে নিজেকে রক্ষা করত না, আমি তাকে বলতাম, তোমার প্রতি আফসোস, উট যখন প্রস্রাব করে, তখন সেও তার পা প্রসারিত করে প্রসাবের ছিটা থেকে নিজেকে রক্ষা করে। কিন্তু তুমি এ ব্যাপারে কোনো সতর্কতাই অবলম্বন করো না, আমার স্বামী আমার কথার প্রতি কোন মনোযোগ দিতো না, তারপর সে মারা গেলো আর মারা যাওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত তার কবর থেকে এরকম আওয়াজ আসে। আমি জিজ্ঞাসা

করলাম: পানির পাত্র, পানির পাত্র কি? এই আওয়াজ আসার কারণ কী? বৃদ্ধা বললো: একবার একজন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি তার কাছে এসে পানি চাইলে (সে তাকে বিরক্ত করার জন্য খালি পাত্রের দিকে ইশারা করে) বললো: যাও! এই পাত্র থেকে পানি পান করে নাও, সে তৃষ্ণার্ত পাত্রের দিকে পাগলের ন্যায় দৌড়ে গেলো, যখন তা তুললো তখন তা খালি পেলো, প্রচন্ড তৃষ্ণায় সে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো এবং তার মৃত্যু হয়ে গেলো। অতঃপর আমার স্বামী ইন্তেকাল করার পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিদিন তার কবর থেকে এই আওয়াজ শোনা যায়, পানির পাত্র, পানির পাত্র কি? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন, আমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট এসে বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করলাম, তখন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে একা ভ্রমণ করতে নিষেধ করেছেন।

(উয়ুনুল-হিকায়াত, ৩০৭ পৃষ্ঠা)

বেনামাযীর কবরে প্রদান কৃত তিনটি শাস্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, বেনামাযী হওয়া কবরের ভয়াবহতার শিকার হওয়ার একটি কারণ। যেমনটি আমার **আঁকা, প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অলসতাবশত নামায বর্জন করলো, **আল্লাহ পাক** তার কবরে তিন প্রকার শাস্তি প্রদান করবেন:

(১) তার কবরকে এত সংকীর্ণ করে দেয়া হবে যে, তার হাঁড় একটা অপরটার ভিতর ঢুকে যাবে। (২) তার কবরে আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হবে অতঃপর সে দিন রাত আগুনে লুটোপুটো খেতে থাকবে এবং (৩) তার কবরে তার উপর একটি অজগর নিযুক্ত করা হবে, যার নাম الاقرع الشجاع (অর্থাৎ টাক বিশিষ্ট সাপ), তার চোখ গুলো আগুনের হবে, যার নখ হবে লোহার, প্রত্যেক নখের দৈর্ঘ্য এক দিনের দূরত্ব হবে, সে মৃতের সাথে কথা বলবে যে, আমি الاقرع الشجاع (অর্থাৎ টাক বিশিষ্ট সাপ)। তার আওয়াজ বজ্রপাতের গর্জনের মত হবে, সে বলবে: আমার প্রতিপালক আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, ফযরের নামায নষ্টকারীকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত দংশন করতে এবং যোহরের নামায নষ্টকারীকে আসর পর্যন্ত দংশন করতে এবং আসরের নামায নষ্টকারীকে মাগরিব পর্যন্ত দংশন করতে আর মাগরিবের নামায নষ্টকারীকে ইশা পর্যন্ত দংশন করতে ও ইশার নামায নষ্টকারীকে ফজর পর্যন্ত দংশন করতে, যখনই সে মৃতকে দংশন করবে তখন সে জমিনের ৭০ হাত নিচে ধ্বসে যাবে এবং সে নামায ত্যাগকারী কিয়ামত পর্যন্ত এই আযাব ভোগ করতে থাকবে। **(কুররাতুল উয়ুন, ৩৮৪ পৃষ্ঠা)**[1]

---

1. অসংখ্য মুহাদ্দীস এই বর্ণনার সনদের ব্যাপারে ক্রসচেক করেছেন, আর অনেক ওলামা ওয়াজ ও নসিহতের কিতাবে তার অন্তর্ভূক্তও করেছেন।
(ফয়যানে নামায, হাশিয়া, ৪২৭ পৃষ্ঠা)

হে বেনামাযীরা! স্মরণ রেখো! যদি আজ নামায না পড়ো তবে কবরের ভয়াবহতার শিকার হতে হবে, খোদার কসম! কবরে টাক বিশিষ্ট সাপের দংশন কখনো সহ্য করা যাবে না এবং শুধু তাই নয়, বেনামাযীকে অন্যান্য আযাবও দেয়া হবে। তাই এখনই সত্যিকারে তওবা করে নিন এবং নিজের মানসিকতা বানিয়ে নিন যে, এখন থেকে আমি নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামআত সহকারে আদায় করব এবং আজকের পর থেকে কোন নামায কাযা হবে না।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর যিকির থেকে বিমুখ থাকাও কবরের সংকীর্ণতা এবং এর ভয়াবহতার শিকার হওয়ার একটি কারণ এবং কিয়ামত দিবসে **আল্লাহ পাক** তাদেরকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করবেন, যেমনটি ১৬নং পারা, সূরা ত্বহার ১২৪ নং আয়াতে রয়েছে,

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِیْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِیْشَةً ضَنْكًا وَّ نَحْشُرُهٗ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ اَعْمٰى

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তবে তাঁর জন্য রয়েছে সংকুচিত জীবন যাপন এবং আমি তাকে ক্বিয়ামতে অন্ধ অবস্থায় উঠাবো।

সংকীর্ণ জীবনের ব্যাখ্যায় তাফসীরে খাযাইনুল ইরফানে কিছুটা এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে: দুনিয়ায় বা কবরে বা পরকালে বা দ্বীনে বাএসব কিছুতেই দুনিয়ার সংকীর্ণ জীবন হলো, হেদায়তের অনুসরণ না করাতে অসৎ ও হারাম কর্মে লিপ্ত হওয়া অথবা অল্পেতুষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়ে লোভের বশীভূত হওয়া এবং প্রচুর ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তার উদারতা ও মানসিক প্রশান্তি অর্জিত না হওয়া, অন্তর সবকিছুর সন্ধানে সর্বদা ঘুরে বেড়ায় এবং লোভের চিন্তায় যে, এটা নেই, ওটা নেই, পরিস্থিতি অন্ধকার এবং সময় খারাপ থাকে এবং **আল্লাহ**র প্রতি আস্থাশীল মুমিনের মতো শান্তি ও প্রশস্ততা অর্জন না হওয়া, যাকে পবিত্র জীবনবলা হয়, আর কবরের সংকীর্ণ জীবন হলো যে, হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, একজন কাফেরের কবরের উপর ৯৯টি অজগর তার কবরে নিযুক্ত করা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: শানে নুযুল হলো: উক্ত আয়াতটি আসওয়াদ বিন আব্দুল উযযা মাখযুমীর হকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং কবরের জীবন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো; কবরের এমন জোরে চাপ প্রয়োগ করা যাতে এক পাশের পাঁজর অন্য দিকে চলে যায় আর পরকালে সংকীর্ণ জীবন হলো জাহান্নামের আযাব, যেখানে জাক্কুম ফল, ফুটন্ত পানি, জাহান্নামীদের রক্ত এবং তাদের পুঁজ খাবার ও পানীয় স্বরুপ

দেয়া হবে। আর দ্বীনের ক্ষেত্রে সংকীর্ণ জীবন হলো, নেকীর পথ সংকুচিত হয়ে যাওয়া এবং বান্দা হারাম উপার্জনে লিপ্ত হয়ে যাওয়া। হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: বান্দা সামান্য পাক বা বেশি, যদি খোদাভীতি না থাকে তাহলে এতে কোন কল্যাণ নেই এবং এটিই সংকীর্ণ জীবন।

(তাফসীরে খাযাইনুল-ইরফান, পারা: ১৬, ত্বহা, ১২৪নং আয়াতের পাদটিকা, ৫৯৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, কবরের ভয়াবহতায় আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, কিন্তু শয়তান আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করছে এবং সে আমাদের হৃদয় এবং আমাদের বিবেককে এতটাই নিয়ন্ত্রণ করে নিয়েছে যে, আজ আমরা গুনাহ থেকে বিরত হয়ে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাত গুলো গ্রহণ করতে প্রস্তুত নই। আজ আমাদেরকে সুন্নাত শেখার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর সুন্নতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহণ এবং মাদানী কাফেলায় সফরের দাওয়াত দেয়া হলে তবে আমরা প্রস্তুত হই না। মনে রাখবেন! শয়তান খুবই চতুর, ধূর্ত এবং প্রতারক, সে এটা কখনও চায় না যে, আমরা দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হই, মাদানী কাফেলায় সফর করি এবং সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করি, কারণ সে জানে যে, যদি সে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়,

মাদানী কাফেলায় সফর করতে থাকে এবং সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়মিত উপস্থিত হতে থাকে তাহলে এমন যেন না হয় যে, নিয়মিত নামাযী হয়ে গেলো, এমন যেন না হয় যে, সে সিনেমা হল এবং নাটকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিয়ে মসজিদের সাথে সম্পর্ক করে নিলো, এমন যেন না হয় যারা দাঁড়ি মুন্ডন করতো, দিনরাত গালিগালাজ করতো, গান গাইতো এবং সিনেমা নাটক দেখত তারা নেককার হয়ে গেলো, **আল্লাহ, আল্লাহ** যিকির করতে থাকলো এবং নিজের চেহারায় **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত দাড়ি শরীফ সাজিয়ে নিলো, এই কারণেই মুবাল্লিগগণ বারবার দাওয়াত দেয়া সত্ত্বেও শয়তান আমাদেরকে দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করতে বাধা দেয়, কখনও সেই বন্ধু রূপে আমাদের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় আবার কখনও দোকান খুলে আমাদের বাধা প্রদান করে।

অবশেষ মৃত্যুই অবধারিত

দেখুন! এই পৃথিবীতে আপনি সর্বাধিক ৭০ বা ৭৫ বছর বেঁচে থাকবেন কিন্তু তারপরে তো মৃত্যু আসবেই। পূর্বেকার বৃদ্ধ মহিলারা দোয়া দিতো যে, **আল্লাহ** তোমাকে সোয়া শত বছর আয়ু দান করুন, তবে যদি কেউ সোয়া শত বছরও বেঁচে যায়

তবুও তো শেষ পর্যন্ত তাকে মরতে হবেই। আর এত দীর্ঘদিন জীবিত থাকাটা এমনও হতে পারে যে, অতিষ্ঠ হয়ে মৃত্যু কামনা করতে হবে, কারণ কখনো কখনো বার্ধক্যের জীবন মুখাপেক্ষীতার মধ্যে কাটে, ব্যক্তি বিছানায় শুয়ে থাকে এবং প্রস্রাব ইত্যাদি সবই বিছানায় হয়, উঠতেও পারে না, পার্শ পরিবর্তন করতে পারে না, যার কারণে বিছানায় শুয়ে শুয়ে শরীরে ফোসকা ও ক্ষত হয়ে যায়। মনে রাখবেন! সোয়া শত বছরের কথাটি তো কেবল মন বোঝানোর জন্য, নইলে গোটা পৃথিবী জুড়ে কয়েকশ বা কয়েক হাজার মানুষ থাকবে যারা সোয়া শত বছর বেঁচে আছে, বর্তমানে পরিস্থিতি এমন যে, মৃত্যু ঘুরে বেড়াচ্ছে, আপনি আপনার পাড়ার মানুষের দিকে তাকান, জানতে পারবেন কতজন বৃদ্ধ/বৃদ্ধা আছে। নিত্যদিন স্কুটার, কার ইত্যাদি দুর্ঘটনা ঘটছে এবং পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ তো লেগেই আছে, এভাবে মৃত্যু বর্তমানে খুবই সহজ হয়ে গেছে। প্রতিদিন মুসলমানদের মধ্যে মারামারি করা তাদের গুনাহের শাস্তি, অন্যথায় পূর্বের মুসলমানরা একে অপরের রক্ষক ছিল। মুহাজির ও আনসারদের উদাহরণ আপনাদের সামনেই আছে, আনসাররা তাদের অর্ধেক সম্পদ মুহাজিরদেরকে দিয়ে দিয়েছিল অথচ আজ মুসলমানরা একে অপরকে সহ্য করতে প্রস্তুত নয়, **আল্লাহ**র হুকুম ভঙ্গ করার কারণে ও **প্রিয় নবী**

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত থেকে বিমুখ হওয়ার কারণেই মুসলমানদের আজ এই সব ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। একটি বিষয় মনে রাখবেন, পার্থিব ঝামেলা এবং বিপর্যয়ের কারণে মৃত্যু কামনা করা নাজায়েয এবং নিষেধ। **(ফযায়েলে দোয়া, ১৮০ পৃষ্ঠা)**

জীবনের লক্ষ্য

মনে রাখবেন! **আল্লাহ** পাকের নিকট বংশ সম্মান ও মহত্ত্বের মাপকাঠি নয়, বরং পরহেজগারীতা, যেমনটি সূরা হুজরাতের ২৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে:

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ

কানযুল-ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় **আল্লাহ্**র নিকট তোমাদের মধ্যে অধিক সম্মানিত সেই, যে তোমাদের মধ্যে অধিক খোদাভীরু।

অতএব, কোনো সম্ভ্রান্ত, রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীর ঘরে জন্মগ্রহণ করা সৌভাগ্যের বিষয় নয়। বরং এই দুনিয়া একটি পার্থিব কর্মস্থল এবং একটি উন্মুক্ত ময়দান, যা প্রত্যেককে নিজের মতো করে পারি দিতে হবে এবং যে যত বেশি নেকীর ক্ষেত্রে শক্তিশালী হবে, যে তত বেশি দৌড়াবে সেই ততবেশি অগ্রসর হতে থাকবে।

মনে রাখবেন, জীবনের মূল লক্ষ্য বড় বড় ডিগ্রি অর্জন করা নয়। খাবার দাবার, মজা নেয়া নয়। **আল্লাহ রাব্বুল আলামীন** আমাদের জীবন কেন দান করেছেন? আসুন আমরা পবিত্র কুরআনের নিকট জিজ্ঞেস করি, হে **আল্লাহ**র প্রকৃত কিতাব, আমাদের জীবন-মৃত্যুর উদ্দেশ্য কী? মহান কুরআন থেকে উত্তর আসছে:

الَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیٰوةَ لِیَبْلُوَكُمْ اَیُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ

কানযুল-ঈমানের অনুবাদ: তিনি, যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা হয়ে যায়- তোমাদের মধ্যে কার কর্ম অধিক উত্তম। **(পারা ২৯, সূরা মুলক, আয়াত ২)**

উক্ত বরকতময় আয়াতের টিকায় তাফসীর খাযাইনুল-ইরফানে রয়েছে।" (অর্থাৎ, এই জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করা হয়েছে পরীক্ষা করার জন্য যে) পার্থিব জীবনে কে বেশি আনুগত্যশীল, ও আন্তরিক। **(খাযাইনুল-ইরফান, পারা:২৯ , মুলক, ২নং আয়াতের পাদটীকা, ১০৪০ পৃষ্ঠা)**

অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর ওয়াস্তে হুঁশে ফিরে আসনু! নিজের বিবেককে নাড়া দিয়ে ভাবুন যে, কেন আমরা এই পৃথিবীতে এসেছি? আজ আমরা আমাদের আখিরাতের

ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করি না আর কেউ যদি আমাদের সামনে আখিরাত সম্পর্কিত কোন কুরআনের আয়াত পড়ে বা হাদীস বর্ণনা করে তবে আমাদের মাঝে ভীতির সঞ্চার হয় না অথচ আমাদের পূর্বসূরিরা (অর্থাৎ বুযুর্গগণ) আখিরাতের চিন্তাভাবনা সম্পর্কিত আয়াত শুনে অজ্ঞান হয়ে যেতেন অথবা এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতেন। যেমনটি দ্বিতীয় খলিফা আমিরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক আজম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন, যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাক**কে ভয় করে সে রাগ করেনা আর যে ব্যক্তি **আল্লাহ** পাকের নিকট তাক্বওয়া অবলম্বন করে সে নিজের ইচ্ছামত কাজ করে না এবং যদি কিয়ামত না হতো, তাহলে আমরা অন্য কিছু দেখতে পেতাম। তারপর তিনি এই বরকতময় আয়াতটি পাঠ করলেন:

اِذَا الشَّمۡسُ كُوِّرَتۡ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যখন সূর্যরশ্মিকে মুড়িয়ে ফেলা হবে। **(পারা:৩০, সুরা তাকভীর, আয়াত, ১)** অতঃপর যখন এই আয়াতে পৌঁছলেন:

وَ اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتۡ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যখন আমলনামা খোলা হবে। **(পারা:৩০, সুরা তাকভীর, আয়াত, ১০)** তখন তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।" **(ইহয়াউল উলুম, ৪/২২৬)**

আমি অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত

হযরত মিসওয়ার বিন মাখরামা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তীব্র ভয়ের কারণে পবিত্র কুরআন থেকে কিছুই শুনতে পারতেন না, এমনকি তাঁর সামনে কোনো হরফ বা আয়াত পাঠ করা হলে তিনি চিৎকার করতেন এবং অজ্ঞান হয়ে যেতেন। অতঃপর কয়েকদিন যাবত তাঁর জ্ঞান ফিরে আসতো না। একদিন খাশআম গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁর সামনে এসে এই আয়াত পাঠ করলো:

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا وَّ نَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যে দিন আমি খোদাভীরুদেরকে পরম করুণাময়ের প্রতি মেহমান বানিয়ে নিয়ে যাবো; এবং অপরাধীদেরকে জাহান্নামের দিকে খেদায়ে নিয়ে যাবো তৃষ্ণাতুর অবস্থায়। **(পারা:১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত:৮৫-৮৬)**

এতটুকু শুনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: হায়! আমি অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত এবং মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত নই, হে পাঠক! আবার পড়ো, সে আবার পড়লো, তখন তিনি একটি স্লোগান দিলেন এবং তাঁর আত্মা দেহ খাঁচা থেকে উড়ে গেল।

(ইহয়াউল উলুম, কিতাবুল খউফ, ৪/২২৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো, আমাদের বুযুর্গরা কতটা খোদাভীরু ছিলেন, কিন্তু আমাদের অবস্থা তাদের থেকে ভিন্ন! দেখুন, জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত এবং শীঘ্রই আমাদের অন্ধকার কবরে নামানো হবে, তাই নিজের কবর ও আখেরাতের চিন্তা করে গুনাহ থেকে বিরত থাকুন এবং অধিক পরিমাণে নেক আমল করুন। যদি কখনও গুনাহ করতে মন চায় তবে ভাবুন, **আল্লাহ** আমাদের দেখছেন এবং আমরা তাঁর রাজ্যে আছি, اِنْ شَآءَ الله আপনি গুনাহ থেকে রক্ষা পাবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

Next Week's Booklet

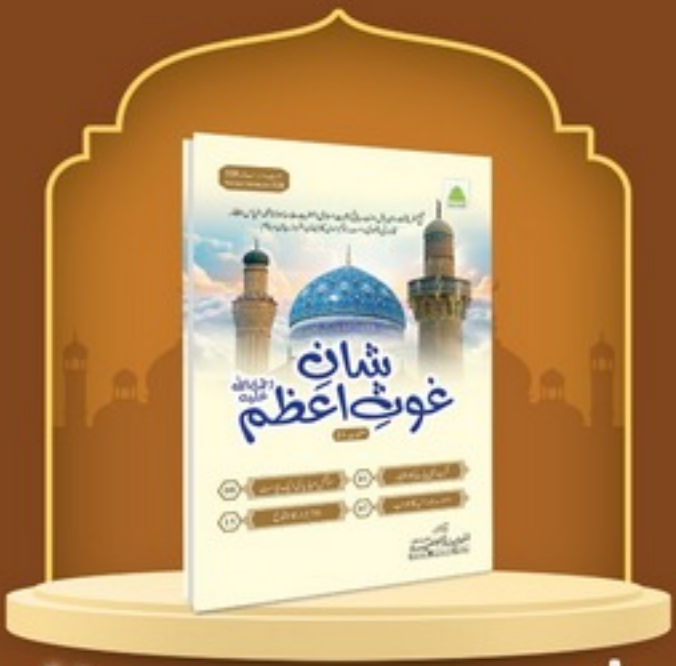

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net